দৈনিক সংবাদ

NOV. 27 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৩ ...

একটি সফল বিদ্যালয়ের কিছু সফল মুখের কথা

বীথিকা বাড়ৈ

আয়োজন

১৯৫১ সালে মেরি ভিয়েনা, ফ্রান্সিলিয়া আর রোজ বার্নার্ড- এ তিন জন মহান ব্যক্তির উদ্যোগে হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে এটির ছাত্রী ছিল মাত্র দু'জন। যার প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন সিস্টার অগাস্টিন মেরি সিএসসি। এরপর থেকে এ বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে এ বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার ফিলোমিনা কুইয়া। উত্তরোত্তর বিদ্যালয়টি বিভিন্ন শাখায় তার প্রতিভার প্রমাণ রাখে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা শাখায় এখানকার ছাত্রীরা প্রমাণ করে তাদের অসাধারণ দক্ষতা।

দেশ ও বিদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে নানা হলিক্রসিয়ান, যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সফর। খুঁজলে তাদের অভাব হবে না। এদের সবাইকে হয়তো আমরা জানি না; কিন্তু কিছু কিছু মুখ আছে যারা রীতিমত তারকা। যাদের মুখ আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। যেহেতু, আনাচে-কানাচের সব সফল মুখের কথা বলতে গেলে এ লেখা শেষই হবে না সেহেতু এমন কিছু তারকা সম্বন্ধে আমরা জানাব, যাদের আমরা এক নামেই চিনতে পারি।

এবার আসা যাক তাদের কথায়। পরিচিত হই তাদের সঙ্গে।

শমী কায়সার

১৯৭৬ সালে এ স্কুল থেকে তিনি এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি হলিক্রস কলেজ থেকে এইচ এস সি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স করেন। ছাত্রী অবস্থায় শমী তারকাখ্যাতি পেয়ে যান। দূরে কোথাও, শোধ, নীলাঞ্জনা, ছোট ছোট ঢেউ ইত্যাদি নাটকে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য এ জগতে তার স্থান এখন পাকাপোক্ত।

রুমানা রশীদ ঈশিতা

দু'ভাই এক বোনের মধ্যে সবার ছোট ঈশিতা। ১৯৯৬ সালে এখান থেকে তিনি এস এস সি পাস করেন। তার প্রথম সাফল্য তিনি স্কুলে পড়া অবস্থাতেই 'নতুন কুঁড়ি' প্রতিযোগিতায় সব বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে বিটিভিতে অভিনয় করেন। প্রথমে শিশুশিল্পী ও পরে বড়দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। নাচ, গান, অভিনয় প্রতিটি শাখায়ই রয়েছে তার বিচরণ। বর্তমানে নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে বি.বি.এ কোর্স করছেন।

শিলা আহমেদ

বিশিষ্ট লেখক হুমায়ূন আহমেদের কন্যা শিলা আহমেদ। ১৯৯৮ সালে হলিক্রস স্কুল থেকে এস এস সি পাস করেন। বরাবরই হাসি-খুশি, চঞ্চল ও আমুদে শিলাকে খ্যাতি অহঙ্কারী করে তুলতে পারেনি। সাধারণ মানুষ হওয়াই তার ইচ্ছা। ছবি আঁকতে পছন্দ করেন। মাত্র অল্পকিছু নাটক করেই দর্শকহৃদয় ছুঁয়ে গেছেন এ প্রতিভাময়ী শিল্পী। আজ রবিবার নাটকে শিলার অভিনয় আজও দর্শকদের নাড়া দেয়। তার চাচা জাফর ইকবাল দেশের একজন বিশিষ্ট লেখক। বর্তমানে শিলা ঢাকা ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী।

আবিদা আলী

এককালে প্রিয় নাট্যমুখ আবিদা আলীও এ বিদ্যালয়েই ছাত্রী। তার উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'ফিরিয়ে দাও অরণ্য', 'সম্পর্ক' ইত্যাদি।

আলমগীর

হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এক সময় বালকদের একটি বিভাগ ছিল। তিনি তখনকার ছাত্র। পরে তিনি অভিনয় জগতে পা রাখেন। অভিনয়ে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে খুব সহজেই দর্শকহৃদয়ে জায়গা করে নেন। হয়ে যান প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম একজন। এরপর নিজের যোগ্যতাবলে ক্রমান্বয়ে জিতে নেন অনেক জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার। স্বভাবসুলভ হাসি-খুশি ব্যবহারের এ মানুষটিকেও স্পর্শ করেনি অহঙ্কার।

নাশিদ কামাল

বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের নাতনি নাশিদ কামাল। বর্তমানে তিনিও দাদার মতো না হলেও দেশের অন্যতম জনপ্রিয় একজন শিল্পী।

আঁখি আলমগীর

চিত্রনায়ক আলমগীরের সুযোগ্য কন্যা আঁখি আলমগীর। সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী এ গায়িকা মঞ্চ মাতিয়ে রাখতে পারেন একাই। আঁখি আলমগীর হলিক্রস কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

নিরুপমা চৌধুরী রহমান

তিনি একুশে টেলিভিশনের একজন সংবাদ পাঠিকা। ভাল গানও গাইতে পারেন। স্কুল জীবনে বিতর্কে বহু প্রথম পুরস্কার এনে দিয়েছেন স্কুলের জন্যে। তিনি একজন ভাল তার্কিকও।

এখানে শুধু বেছে বেছে কিছু সফল মুখের কথা বলা হল; কিন্তু এছাড়াও আরো বহু সফল মুখ তৈরি করে দিয়েছে হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি, যারা আমাদের অহঙ্কার।